কবিতালহরী।

বহরমপুর নিবাসী

শ্রীরামদাস সেন

প্রণীত।

"Blessings be with them, and eternal praise,
The poets, who on earth have made us heirs,
Of truth, and pure delight, by heavenly lays."

WORDSWORTH

" মনের উদ্যান-মাঝে, কুসুমের সার
কবিত -কুসুম-রত্ন !—"

মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহুবাজারস্থ ১৭২ সংখ্যক
ভবনে ষ্টান্‌হোপ্‌ যন্ত্রে মুদ্রিত।

সন ১২[illegible] সাল।

কবিতালহরী।

বহরমপুর নিবাসী

শ্রীরামদাস সেন

প্রণীত।

"Blessings be with them, and eternal praise,
The poets, who on earth have made us heirs,
Of truth, and pure delight, by heavenly lays."

WORDSWORTH.

" মনের উদ্যান-মাঝে, কুসুমের সার
কবিতা-কুসুম-রত্ন !—"

মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহুবাজারস্থ ১৭২ সংখ্যক
ভবনে ষ্ট্যান্‌হোপ্ যন্ত্রে মুদ্রিত।

সন ১২৭৪ সাল।

☞ মৎকর্ত্তৃক এই পুস্তকের অধিকাংশ কবিতা ইতিপূর্ব্বে প্রভাকর, সোমপ্রকাশ, বিশ্বমনোরঞ্জন, ভারতরঞ্জন গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা ও বিদ্যোন্নতি সাধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল ইতি।

রা, দা, সেন।

নির্ঘণ্টপত্র।

পৃষ্ঠা.

কবিতালহরী।

ঈশ্বরস্তোত্র।

পরমেশ করুণা আধার,
সর্ব্ব জনে সুকৃপা তোমার,
কি নর অচল বাসী, কিম্বা হে ভোগবিলাসী,
সবে সম দেখ বিশ্বাধার। ১।

অতি ক্ষুদ্র কীটানুনিচয়,
কিম্বা ভীমদেহি হস্তিচয়,
সবাকেই সমরূপ, দেখ ওহে বিশ্বভুপ,
প্রকাশিয়া করুণা অভয়। ২।

লইবারে কুসুম সুবাস,
নাসিকা দিয়াছ অবিনাশ,
গ্রহণে যুগল কর, দিয়াছ হে মনোহর,
যাহে জীব পায় মনোল্লাস। ৩।

বিশ্বশোভা করিতে ঈক্ষণ,
দিয়াছ হে যুগল নয়ন,
নিশির শিশির জল, রক্ষা হেতু সুকোমল,
কেশে শির করেছ শোভন। ৪।

অম্ল তিক্ত মিষ্ট আদি রস,
আস্বাদিতে জিহ্বা সুসরস,
শুনিতে শ্রবণদ্বয়, দিলে প্রভু দয়াময়,
তব গুণে বদ্ধ দিক্ দশ। ৫।

বিশ্বচক্রে ঘুরে অনিবার,
মাস তিথি ঋতু আদি বার,
এক আসে এক যায়, পুন এক আসে হায়!
প্রভো তব করুণা অপার। ৬।

নিশানাথ হোল অস্তাগত,
মনোহর প্রভাত আগত,
কুজিল বিহঙ্গগণ, নব শোভা ধরে বন,
প্রসূনে শোভিত তরু যত। ৭।

অম্বরে নূতন দিবাকর,
প্রকাশিয়া কিরণ নিকর,
উজ্জলিল দিক দশ, গাইল তোমার যশ,
সকৃতজ্ঞ নরের অন্তর। ৮।

দ্বিপ্রহরে উষ্ণ অর্ক-কর,
তরুলতা তপ্ত নিরন্তর,
শাখীর শাখায় পাখি, পক্ষ মাঝে চঞ্চু রাখি,
বিশ্রামের হোল অনুচর। ৯।

পুনঃ সমুদিত সন্ধ্যাকাল,
লুকাইয়া স্বকিরণ-জাল,
অস্তাগত হলো রবি, প্রকাশিয়া ম্লান ছবি,
উঠিল অম্বরে নিশাপাল। ১০।

ধরণী ধরিল নব বেশ,
পেয়ে পুন নূতন নরেশ,
সুধাংশু কিরণে যত, তরুলতা শত শত,
শোভিত হইল সবিশেষ। ১১।

নম নম জগতের পতি,
প্রভু তুমি অগতির গতি,
গাইতে তোমার যশ, করি মন অনলস,
কি লিখিব আমি মূঢ় মতি। ১২।

নিশীথ সময়ে পরিভ্রমণ ও চিন্তা।

আহা! কিবা মনোহর নিশীথ সময়।
বর্ণিতে ভাবুক মন ঢল ঢল হয়॥
বিগত হয়েছে দিবসের কোলাহল।
বিশ্রাম-শয্যায় মগ্ন মানব সকল॥
দিবসে যে স্থান ছিল জনতার স্থল।
ব্যবসায়ী ব্যস্ত যথা ছিল প্রতিপল॥
এখন সে স্থানে শ্রান্তি করেন বিরাজ।
লইয়া কোমল অঙ্কে মানব সমাজ॥
যেমন প্রসূতি কোলে যত শিশুগণ।
নিদ্রাভরে রয় সবে হয়ে অচেতন॥
তেমতি নিদ্রার কোলে জীব অগণন।
ঘুমে ঘোর হয়ে সবে আছে বিচেতন॥
মানব মানস জলে চিন্তার তরঙ্গ।
এসময়ে নাহি বহে করিয়া বিরঙ্গ॥
যোগীগণ যেইরূপ একতান মনে।
চক্ষু মুদি করে ধ্যান জগৎ কারণে॥
সেই রূপ জীবগণ এমন সময়।
যেন ঈশ ভাবে সবে এই বোধ হয়॥

কিন্তু এ সুখের কালে কৃপণ নিচয়।
অতীব চঞ্চল ভাবে সদতই রয়॥
চমকিত ভাবে গৃহে এ ধার ও ধার।
চোর ভয় তরে ফিরে দেখে অনিবার॥
মূষিকের ধীর শব্দে তাহার পরাণ।
দেহগেহে নাহি থাকে পূর্ব্বের সমান॥
শয্যা হতে উঠিয়া সে তখন সত্বরে।
গণিয়া আপন ধন মনঃস্থির করে॥
বনে হতে ফিরে আসি বিহঙ্গম চয়।
যেমন শাবক দেখি আনন্দেতে রয়॥
যামিনীর আয়ু অর্দ্ধ হয়েছে বিগত।
উদিত নিশার নাথ রাজ্যেশ্বর মত॥
রাজরাজেশ্বর সম অম্বর আসনে।
পারিষদ সম লয়ে তারা অগণনে॥
করিছেন রাজকাজ রাজদণ্ড ধরি।
রাখিতে প্রভুর মান অতি যত্ন করি॥
মাগধ সমান পেঁচা মর্ত্ত্যেতে বসিয়া।
গাইতেছে রাজ-যশ আনন্দে রসিয়া॥
ঝিঁঝিঁট রাগিণী ছাড়ি সবে এক স্বরে।
ঝিঁঝিঁ পোকাগণ সকলেতে গান করে॥

চকোর চকোরীগণ করি বহু ঠাট।
রাজার সম্মুখে আসি করে তারা নাট॥
দিবসেতে ছিলা ম্লান কুমুদী রূপসী।
এখন প্রফুল্ল হিয়া দেখিয়া হে শশি॥
সরোবরাসনে বসি মেলিয়া নয়ন।
পতি প্রতি এক দৃষ্টে করে নিরীক্ষণ॥
পদ্মিনীর হইয়াছে এবে দুখ শেষ।
নাহি সে পূর্ব্বের আর মনোহর বেশ॥
স্বামীর বিহনে যেন বসন্ত সময়ে।
রয়েছে বিধবা অতি দুখিত হৃদয়ে॥
নাহি সেই মধুকর যেবা মধু-আশে।
সদত আসিত সুখে পদ্মিনী আবাসে॥
কৌমুদী কিরণে চারিদিক্ শোভাকর।
কাহার না হয় দেখি আহ্লাদ অন্তর॥
কৌমুদী আভায় ভয় ভরে অন্ধকার।
ঝোপের মাঝেতে ঢাকে দেহ আপনার॥
তরু গুল্ম সব শুভ্র করি নিরীক্ষণ।
যেন বনদেবী আজি উৎসবে মগন॥
গন্ধরাজ মল্লিকা মালতী আদি করি।
এখন ফুটিছে কত ফুল আহা মরি॥

তাহার সুরভি আহা অনিল বহনে।
সর্ব্ব জীব নাসা তৃপ্ত করে প্রতিক্ষণে॥
পাদব পাতায় পড়ে নিশির শিশির।
ভাব ভরে যেন অশ্রু পড়ে প্রকৃতির॥
সর্ সর্ শব্দ হয় পাতায় পাতায়।
স্বভাব যেন হে ধীরে ঈশ গুণ গায়॥
এমত কালেতে আমি অতি ধীরে ধীরে।
উপস্থিত হইলাম ভাগীরথী তীরে॥
সমীরণ ভরে দোলে তরঙ্গ নিচয়।
তাহে চন্দ্র কিরণ করয়ে শোভাময়॥
গুপ্ গাপ্ টুপ্ টাপ্ করি মীনগণ।
জলের মাঝারে ক্রীড়া করে অগণন॥
তরির উপরে বসি নাবিক সকলে।
হুঁকা লৈয়ে করে গায় সারি কুতূহলে॥
অদূরে নগর হতে প্রহরী গর্জ্জন।
থাকি থাকি এই কালে পূরিছে শ্রবণ॥

কোন যবন নৃপ কোলাপুরের এক বীর্য্যবতী হিন্দুরমণীর কন্যাকে বল প্রকাশ করিয়া হরণ করিতে স্থির-প্রতিজ্ঞ হওয়াতে ঐ নারীর পুত্রীর প্রতি উক্তি।

এই খরতর তরবার,
লহ প্রিয় উপহার।
কি দিব তোমারে সুতা, তুমি বহু গুণযুতা,
ইহা হতে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার॥

জ্ঞানহীন যবনকুমার,
নরাধম দুরাচার।
বলবীর্য্যহীন দেহ, রহিত মমতা স্নেহ,
পশু সঙ্গে তুলনা যাহার॥

শিবজীর বংশে অবতরি,
মোরা যতেক সুন্দরী।
সতীত্ব অঙ্গের ভূষা, অরুণে শোভিতা উষা,
যথা রয় ব্যোম আলো করি॥

প্রাণাপেক্ষা মোরা কুলমান,
করিহে অমূল্য জ্ঞান।
অপর পুরুষ কেহ, স্পর্শিতে না পারে দেহ,
না সহিব কভু অপমান॥

কর্ম্মদেবী পদ্মিনী সুন্দরী,
গেলা ভব পরিহরি।
রাখি এ ভবমাঝারে, কবিতা মুকুতাহারে,
খ্যাতি সদা সমুজ্জল করি॥

ঐ প্রকার বীরাঙ্গনা সম,
কীর্ত্তিফুল অনুপম।
ভব-উদ্যান-মাঝারে, সযতন বারিধারে,
জীবিত করিবে সুতা মম॥

সুপবিত্র রুধিরের স্রোত,
সাধিবে মঙ্গল ব্রত।
তুষ্ট হয়ে দেবগণ, পরলোকে অনুক্ষণ,
প্রীতি সুধা বর্ষিবেন কত॥

তুষারাবৃত গিরি।

কি শোভা ধরেছে এবে এই গিরিবর।
বিমল তুষারাবৃত্ত সর্ব্ব কলেবর॥
ঘুমে ঢুল ঢুল যথা কৈলাসের পতি॥
রজত জিনিয়া কান্তি প্রকাশিছে ভাতি॥
আকাশের সুপ্রশস্ত চন্দ্রাতপ তলে।
গম্ভীর প্রকাণ্ড গিরি মূর্ত্তি ঝলঝলে॥
পড়েছে তাহাতে বাল অরুণের ছটা।
রজত কাঞ্চন উভরংয়ে করি ঘটা॥
মুকুর ভ্রমিয়া সুর সুন্দরী নিকর।
দেখিবে অদ্রির অঙ্গে আনন সুন্দর॥
সমস্ত স্বভাব হেরিএ মূর্ত্তি মহান।
আহ্লাদে মগন হয়ে করিছে সম্মান॥
আনিয়া প্রফুল্লগন্ধ সুমন্দ পবন।
অনুগত ভৃত্য সম করিছে ব্যজন।

বিপদাপন্ন যুবা।

শীতে কম্পান্বিত দেহ,
ত্রিজগতে নাহি কেহ।
আঁখি নিরন্তর, ঝরে ঝর ঝর,
বৃক্ষমূল হয় গেহ॥

ছেঁড়া কান্থা একটুক,
ঢাকিয়া রেখেছে বুক।
গাত্রে উড়ে খড়ি, রৌদ্র তাপ পড়ি
মলিন হয়েছে মুখ॥

চাঁচর চিকুর কেশ,
যাহাতে যত্ন অশেষ।
এবে সেই চুল, হইয়া বিপুল,
আচ্ছাদিছে পৃষ্ঠদেশ॥

খেদেতে মলিন আঁখি,
স্থিরভাবে থাকি থাকি।
কেঁদে উঠে প্রাণ, নাহি কোন স্থান,
তৃপ্তি হেতু মনোপাখি॥

কে আছে এমন জন,
করে দুঃখ বিমোচন।
হেরে এই দুখ, সকলে বিমুখ,
গতি মাত্র নিরঞ্জন॥

আইসলণ্ড দ্বীপের সমুদ্র উপকূলে দণ্ডায়মান জনৈক ভারতবর্ষীয়ের বিলাপ।

কোথা সেই সুমোহন ভূষণে ভূষিত,
নানা অলঙ্কার যথা মণ্ডিতা যোষিত।
শ্যামল ধরণী গলে ফুল রত্নহার,
প্রদ্যুম্নের কুঞ্জবন শোভা চমৎকার।
পবন হিল্লোলে যথা প্রসূনের বাস,
অবিশ্রান্ত দশদিকে বহে বার মাস।
নর পশু পক্ষী নাসা সদা তৃপ্তি করে,
সন্তাপিরা মনোসুখে যথা কাল হরে।
কোথা সেই মনোহর আনন্দ ভবন,
কোথা বা সে হাস্যযুক্তপ্রকৃতি বদন।

প্রভাতে মাগধসম বিহঙ্গ সঙ্গীত,
করিতে আনন্দনীর হৃদে উচ্ছলিত।
শিশিরের বিন্দু হেরি দূর্ব্বাদলোপরি,
উপজিত কত সুখ আহা মরি মরি!
কোথায় পৃথিবী প্রান্তে করিতেছি বাস,
না পাব দেখিতে আর জনম আবাস।
অভাগা মানব আমি! কত দুখ সব,
জীবনে হইয়া হৃত কিরূপেতে রব।
ভারতের সংখ্যাতীত নগর সুন্দর,
"ভারতে" বর্ণন আছে যার বহুতর॥
পৃথিবীর সভ্যতার দৃষ্টান্তের স্থান।
প্রজাচয় যথা সুখে তৃপ্ত করে প্রাণ॥
যথা চন্দ্র সূর্য্য বংশ নৃপতি নিকর,
প্রজার পালনে খ্যাতি লভিলা বিস্তর॥
কোথা সেই সুরপুর অমর নগরী!
কোথায় গোমতী গঙ্গা নদীর ঈশ্বরী!
কোথা আমি কোথা সেই মনোহর দেশ।
জীবমাত্র যথা নাহি সহে কষ্ট লেশ॥
বাণিজ্যের বাসনায় ছাড়ি নিজদেশ।
পোত আরোহণে সহিলাম নানা ক্লেশ॥

ভাঙ্গিল বাণিজ্য তরি—দৈবের ঘটন
করি আমি এক খানি কাষ্ঠাবলম্বন—
বাঁচালেম বহুকষ্টে এছার পরাণ—
উতরি এদ্বীপকূলে, (বিভু দিলা স্থান)
আগ্নেয় গিরিতে বেড়া মেখলা সমান।
এই ভয়ঙ্কর দ্বীপ দেখে উড়ে প্রাণ!
তুহিনে আবৃত ভূমি ধবল বরণ,
তৃণ, লতা, গুল্ম আদি না জন্মে কখন।
সদা ভূমিকম্পে মনে উপজয় ভয়,
বুঝি "পম্পিয়াই" সম হবে দেশ লয়।
ঝামার পর্ব্বত কত শত ভয়ঙ্কর—
ভ্রমেনা যেখানে পশু বিহগ নিকর।
ভীষণ দর্শন কূর্ম্ম ভ্রমে কোন স্থানে,
দেখিলে উপজে শঙ্কা হঠাৎ পরাণে।
তিমি তিমিঙ্গিল সিল, সমুদ্র মাঝারে
নিযুক্ত চঞ্চল চিতে কীটের আহারে,
প্রকৃতির অতি প্রিয় ভূষণ সুন্দর।
প্রসূন সমাজে মান্য শোভার আকর—
শৈবালিনী—যাহা সদা দেবে বাঞ্ছা করে,
রাখিবারে বপুদেশে অতি যত্ন ভরে।

নাহি সেই সরোবর যথা এই ফুল,—
সৌরভ বিস্তারি ডাকে যত অলিকুল।
গুণগ্রাহী জন সনে যথা গুণিগণ,
যাইয়া হৃদয় তৃপ্ত করয় আপন।
কোথা আমি কোথা সেই প্রিয় পরিবার,
কোথায় কুমার তুল্য কুমার আমার।
চারুশীলা মধুর ভাষিণী জায়া মম,
এ সংসারে বন্ধু নাই যেই জন সম—
এখন কোথায় হায়! রহিলা সেজন
যাহার দর্শনে সদা সুখী হোত মন।
হা প্রভু! করুণা কর জগত ঈশ্বর!
কেমনে সহিব এই যাতনা বিস্তর।
জানি, তুমি সর্ব্ব জনে কর দয়া দান—
তবে কেন এ যাতনা সহিছে পরাণ—
না-না, তব দোষ নাই আমি পাপী জন,
সে কারণে সহি এই দারুণ পীড়ন!
স্বভাবের শোভাহীন ভীষণ এদেশ—
রহিয়া যথায় কত সহিতেছি ক্লেশ!
কোথায় সে আদ্রি শ্রেষ্ঠ গিরি হিমালয়,
কুঙ্কুম প্রসূন যথা প্রস্ফুটিত হয়।

কস্তুরী মৃগশাবক যথা সুখ ভরে
নব তৃণ খেয়ে ভ্রমে কন্দরে কন্দরে ॥
তুষারে আবৃত শৈল চূড়া সদা রয়—
উপত্যকা দেশে শোভে বাল তৃণ চয় ॥
হলধর অঙ্গে যথা সুনীল বসন—
ধরয়ে অপূর্ব্ব শোভা না হয় বর্ণন !
রবের্লোকে তুহিন করয়ে ঝকঝক,
হেন বুঝি একখানি রূপার স্তবক ॥
চন্দ্রোদয়ে গিরি শির নবশোভা ধরে ।
পড়িয়া কৌমুদী আলো তুষার উপরে ॥
দর্পণ বোধেতে যাহা স্বর্গ বেশ্যাগণ ।
আনন্দে মাতিয়া দেখে প্রফুল্ল আনন ॥
স্বজায়ার সনে আসি দেব মৃত্যুঞ্জয় ।
বেড়ান সুখেতে হেথা নিশীথ সময় ॥
শোভা ধরে অতিশয় এই হিমাচল ।
প্রশংসয় যার দৃশ্য কবিরা সকল ॥
(ধূনিত কার্পাস কিম্বা শ্বেতমেঘরাশি,
কিংবা স্তূপ করা আছে শঙ্করের হাসি)
গোমুখীর মুখ হতে সুনির্ম্মল জল ।
নদীরূপে বাহিরিছে হইয়া প্রবল ॥

"কুমার" ও "মেঘদূতে" কবি কালিদাস।
এ গিরির কত গুণ করিলা প্রকাশ॥
" মালতী মাধবে " ভবভূতি কবিবর।
প্রশংসিলা নানামতে এই মহীধর॥
" কিরাতার্জ্জুনীয় " কাব্যে সুকবি ভারবি।
বর্ণন করিলা কিবা এগিরির ছবি॥
এইরূপ কবিগণ এগিরি বর্ণনে।
রচিলা বহুল গাথা সুশ্রাব্য শ্রবণে॥
পঠিলে সে সব কাব্য ভাবুকের চিত।
এককালে প্রেমানন্দে হয়গো মোহিত॥
কিছার ররাব বীণা বাঁশরীর স্বর—
ইন্দ্রের সভায় যাহা বাজে নিরন্তর॥
শুনিবে কি এ শ্রবণে সেই কবিগান,
বন মাঝে কোকিলের কাকলি সমান,
" জয় দেব " পাঠে কত দিন এ নয়ন,
আনন্দে প্রেমের বারি কৈলা বিসর্জ্জন॥
না হবে সে দিন আর কভু সমাগত।
জগতে অভাগা নাই এজনের মত॥
স্নান করি গঙ্গাজলে প্রভাতে উঠিয়া।
করিয়াছি সাম গান ভক্তি প্রকাশিয়া॥

শুনিয়া শ্রুতির গীত প্রতিবাসিগণ।
মম স্বর প্রশংসা করেছে সর্ব্বক্ষণ॥
কোথায় রহিল হায়! সে দিনের সুখ।
দুরদৃষ্ট মোর এবে বিধাতা বিমুখ॥
কেদারা, শঙ্করা, টোড়ি, রাগিণীর গীত।
কত দিন এই কর্ণে হয়েছে পূরিত।
প্রচণ্ড বায়ুর শব্দে এখন শ্রবণ।
করিতেছে পরিতৃপ্ত সদা সর্ব্বক্ষণ॥
আর কি হেরিব সেই জনম আবাস?
যথা নাই দুখ লেশ সুখ বার মাস।
কোন দিন আশা তুই করি কৃপা দান।
এই কথা বলি তৃপ্ত করিবিরে কান॥
"দুখ নিশা হে দুর্ভাগা, হলো অবসান
দেখিবেক পুনরপি তব জন্ম স্থান—
মিলিয়া তথায় তব বন্ধু পরিবার;
কতই দিবেক সুখ বর্ণনে অপার"
আর কি সে দিন মম হবে সমাগত।
যখন এদুখ মম হইবে বিগত॥
পরমেশ! মুক্ত কর পাপীর এ দায়।
তুমি না করিলে দয়া নাহিক উপায়॥

কোন নৃপের সংসারিক সুখে বিরাগ প্রকাশ।

নাহি চাই রাজ-পদ নাহি চাই ধন।
সুরম্য প্রাসাদে মোর নাহি প্রয়োজন॥
কিনখাব মখমলের পরিচ্ছদ যত।
বিঁধে মোর অঙ্গে লৌহ শলাকার মত॥
গলকণ্ঠার হীরকের বহুমূল্য হার।
নয়নে এখন বোধ হয় অতি ছার॥
বন্দীদের স্তুতিবাদ শুনিয়া শ্রবণে।
আহ্লাদ প্রকাশ আর নাহি করি মনে॥
ঘৃণিত পশুর মত খোসামুদে গণ।
তুষিতে আমারে করে বিস্তর যতন॥
কিন্তু তাহাদের কথা হেয় জ্ঞান করি।
শত্রু উপদেশ বোধে কর্ণে নাহি ধরি॥
রাজ কবি মোর যশ বর্ণন কারণ।
রচেছে অসংখ্য কাব্য কর্ণ বিনোদন॥
পাঠ করি সেই সব কবিতা নিচয়।
কিছু মাত্র নাহি হয় আনন্দ উদয়॥

এসংসারে নাহি সুখ দুখের সদন।
পর হিংসা মিথ্যা বাক্যে রত লোকগণ॥
খল জুয়াচোর শঠ যাহারা এখানে।
তাহারাই বড় লোক দশ জনে মানে॥
কিসে হবে বড় পদ কিসে হবে ধন।
সংসারির এ চেষ্টায় ব্যস্ত সদা মন॥
অধার্ম্মিক বিশ্বাসঘাতক দেখি সবে।
এ সব লোকের বল কোথা সুখ হবে॥
অসীম ঐশ্বর্য্য আর প্রিয় পরিবার।
রেখে চলে যাই বনে তেয়াগি সংসার॥
পাতার কুটীর সুখে বাঁধিয়া তথায়।
ভাবিব পরম ব্রহ্মে দীন দয়াময়॥
ঊষাকালে বৈতালিক সম দ্বিজ গণ।
মধুর স্বরেতে ডেকে করিবে চেতন॥
সুমন্দ অনিলে আনি প্রসূনের বাস।
আমার হৃদয়ে দিবে অসীম উল্লাস॥
নিসর্গের মনোহর শোভা নিরখিয়া।
তুষিব এখানে মোর সন্তাপিত হিয়া॥
পদ্ম কোলে সুমধুর মধুকর গান।
শুনিয়া প্রভাতে তৃপ্ত করিব পরাণ॥

পূর্ণিমা নিশিতে আমি অতি ধীরে২।
যাইব আনন্দ চিতে স্রোতস্বতী তীরে॥
হেরিব তথায় শশী তারকার হার।—
পরিবেক নদী ; (আহা শোভা চমৎকার)॥
গোধূলিতে সুচিত্রিত হেরিয়া আকাশ।
উপজিবে হৃদয়েতে অতীব উল্লাস॥
এখানে এসব সুখে কাটাইব কাল।
দূরে যাবে সংসারের যত চিন্তা জাল॥
ত্রিসন্ধ্যায় ভক্তি ভাবে করি বিভুগান।
পবিত্র করিব আমি এ পাপ পরাণ॥

কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

মধুসম মধুমাসে মোহন বাঁশরী।
বাজান নিকুঞ্জবনে রাধাকান্ত হরি॥
শুনি গোপ গোপীগণ আনন্দে বিহ্বল।
চকিত স্থগিত নেত্রে হেরে বনস্থল॥
তেমতি বংশীর নাদে শ্রীমধুসূদন।
প্রেমানন্দে ভাসাইলা গৌড়জন মন॥
বীরাঙ্গনা, ব্রজাঙ্গনা, তিলোত্তমা মুখে।
তানলয় সঙ্গীতের ধ্বনি শুনি সুখে॥

পুন মেঘনাদ মুখে রণ ভেরি শুনি।
সদর্পেতে বীর হিয়া জাগিল অমনি॥
নবরস প্রপূরিত তোমার সঙ্গীত।
কাব্যপ্রিয় বাঙ্গালির যাহে জন্মে প্রীত॥
কাব্যের কাননদিকে পুন কর্ণ ধায়।
শুনিতে নূতন স্বর তোমার গাথায়॥

কপালকুণ্ডলা।

কে তুমি যোগিনীবেশে বঙ্কিম নয়নে।
ত্রাণকর্ত্রী ভবানীরে ভাবিতেছ মনে॥
যুবতী হইয়া কর ভৈরবী সাধন।
সংসারেতে প্রীত নাই সদা ক্ষুণ্ণ মন॥
পঙ্কজবদনী বামা মুক্ত চারুকেশ।
পর্ব্বত দুহিতা যে ভাবেন মহেশ॥
প্রশস্ত ললাটদেশ সরল হৃদয়।
পেয়েছ যবন হস্তে ক্লেশ অতিশয়॥
পরে দ্বিজ কাপালিক বিজন কাননে।
পালিল তোমায় সতী অতি সযতনে॥

কপালকুণ্ডলা তুমি চিনেছি এখন।
ভুলিবে না তব নাম যত গৌড়জন॥
অক্ষিযুগে অশ্রুবিন্দু পড়ে ঘন ঘন।
স্মরিলে তোমার খেদ-পূর্ণ বিবরণ॥

পূর্ণিমা।

কিবা শোভা আহা মরি!
শুদ্ধ মরকত মোড়া চারিদিক্ হেরি॥
পরিষ্কার নীলরঙ্গে শোভিত আকাশ।
তাহে স্বর্ণ সিংহাসনে শশির প্রকাশ॥
নৃপবররূপে শশী শোভে মধ্য স্থলে।
ধরি হীরকের দণ্ড স্বকর কমলে।
দেখিলে তাঁহার মূর্ত্তি হেন বোধ হয়।
হিংসাদি বর্জ্জিত সদা প্রসন্ন হৃদয়॥
অন্ধকারময় যত ভাবনা নিচয়।
যেন তাঁর হৃদি হতে হইয়াছে লয়॥
"কহিনূর" হৈতে তার উজ্জ্বল বরণ।
প্রকাশিছে দীপ্তি কিবা দেখ অনুক্ষণ॥
মনোহর মুকুট তাঁহার শিরোপরি।
ধরিয়াছে কিবা শোভা আহা মরি মরি

মন্ত্রিরূপে চারিদিকে যত তারাগণ।
ঘেরিয়াছে নলিনীরে শৈবাল যেমন॥
শশী আর তারাবৃন্দ গগনে শোভিত।
দেখিলেই মনপদ্ম হয় প্রফুল্লিত॥
এসব দেখিয়া পরে হোল মম মন।
চারিদিকে একবার করি নিরীক্ষণ॥
এহেন ভাবিয়া পরে আনন্দের ভরে।
উঠিলাম অতি উচ্চ ছাদের উপরে॥
উঠিয়া যে দিকে আমি নয়ন ফিরাই।
সে দিকেই আলোময় দেখিবারে পাই॥
এক ধারে দেখি উচ্চ দেবদারু শ্রেণী।
মন্দ২ বায়ুভরে কাঁপিছে অমনি॥
অশ্বত্থ ও বটগাছ শোভে অন্য ধারে।
করিয়া বিস্তার শাখা নানা দিগন্তরে॥
দেবদারু কোঠরে বসিয়া পেঁচাগণ।
এক দৃষ্টে শিকার করয়ে অন্বেষণ॥
আপন শাবকগণে পশ্চাৎ রাখিয়া।
তাহারা করয়ে শব্দ থাকিয়া থাকিয়া॥
অন্য দিকে সেই স্বর হয় প্রতিধ্বনি।
হঠাৎ শুনিয়া মন চমকে অমনি॥

অন্য দিকে ভেঁট আর শ্যাওড়ার বনে।
ডাকিতেছে শিবাগণে পুলকিত মনে॥
অনতিদূরেতে দেখি কুটীরে বসিয়া।
কৃষাণ গাইছে গীত আহ্লাদে রসিয়া॥
তাহাদের মধ্যে কেহ লয়ে বেণু করে।
একাকী বাজায় বাঁশী আনন্দের ভরে॥
দিবসেতে পরিশ্রমে দিয়া তার মন।
নিশিতে এরূপ রসে হয়েছে মগন॥
এই সব স্বর বিনা নাহি অন্য ধ্বনি।
ঘুমেতে নিথাঢ় ভাবে আছে যত প্রাণী॥
দেখিয়া এসব পরে স্মরিয়া ঈশ্বরে।
প্রবিষ্ট হলেম গৃহে শয়নের তরে॥

শোকাতুর বৃদ্ধের খেদ।

নাহিক সে নিশাকর নিশার ভূষণ।
নাহিক সে তারাবলী ব্যোমসুশোভন॥
নাহিক কৌমুদী যেই সুনবীনা বালা।
ক্ষীণাঙ্গিনী ষোড়শী ভুবন সমুজ্জ্বলা॥

না আসে দ্বিজদম্পতী চকোর যুগল।
পীতে সুধাকর-সুধা হইয়া বিহ্বল॥
কঠোর কুরূপা অতি রাক্ষসী সমান।
অন্ধকার ভয়ঙ্করা যাহার ভিধান॥
গ্রাসিয়াছে সেই দুষ্টা রজনীর শোভা।
নিশাকর তারাবলী জগমনোলোভা॥
পূর্ব্বকার মনোহর ভাব সমুদয়।
হয়েছে বিগত আর দৃশ্য নাহি হয়॥
আমার এ অন্তরের সেই রূপ ভাব।
এখন হয়েছে আহা! সকল অভাব॥
কোথা মম প্রিয়তম প্রাণের কুমার।
সর্ব্বগুণে গুণময় দ্বিতীয় কুমার॥
কোথা প্রিয়তমা মম সংসারের সার।
কোথা গেল কোথা গেল বন্ধু আপনার॥
নির্ধন হইয়া ধনী যেমন প্রকার।
কৃত্রিম বন্ধুরা "পথ দেখে আপনার॥"
সেইরূপ মোরে ফেলি পুত্র পরিবার।
কোথা গেল নিদর্শন নাহি পাই কার॥
বিশ্বরূপ নাট্যশালে করি আগমন।
স্বীয় স্বীয় নটবৃত্তি করি সম্পূরণ॥

হা! হা! কোথা গেল তারা ফেলিয়া আমায়।
লৌহময় দুর্গে রাখি চিরবন্দী প্রায়॥
যেমন সাগর মাঝে উঠিয়া তরঙ্গ।
অন্য তরঙ্গেতে নাশে তাহার বিরঙ্গ॥
পুনঃ এক ভয়ঙ্কর তরঙ্গ উঠিয়া।
নাশে সকলের রঙ্গ বিষম গর্জ্জিয়া॥
সেইরূপ মম হৃদে চিন্তার তরঙ্গ।
এক আসে এক যায় করিয়া বিরঙ্গ॥
পুনঃ এক শোক চিন্তা হৃদিমাঝে উঠি।
পূর্ব্বের সে ভাব গুলি করে কুটি কুটি॥
সকল জীবের এবে আনন্দ হৃদয়।
কেবল আমার মন অগ্নি সম দয়॥
দিবসের পরিশ্রম করি সমাপন।
ঐ যে কৃষক করে বাঁশরী বাদন॥
তানপূরা লয়ে কেহ রাগ রঙ্গভরে।
পরজ বেহাগ আদি রাগালাপ করে॥
প্রণয়ী এখন ভাসে প্রণয় তরঙ্গে।
প্রণয়িনী সনে ভাবে নানা রস রঙ্গে॥
সুখী গৃহস্থের কিবা আনন্দ অপার।
নাহিক দুখের লেশ সুখ অনিবার॥

এখন ধনাঢ্যগণ আহ্লাদে মগন।
সুখেতে আহার করে লয়ে বন্ধুগণ॥
কিন্তু কোথা সুখে মগ্ন আমার হৃদয়।
সহস্র দুখেতে সুধু হয়েছে বিলয়॥
অহো! জগদীশ বিভো দীন দয়াময়।
দয়াকর দয়াকর দীনেশ অভয়॥
লয়ে তব নিকেতনে দুখ কর শেষ।
কাতরেতে এই ভিক্ষা চাহি পরমেশ॥

বসন্ত।

অহো! কিবা মনোহর।
বাসন্তীয় পূর্ণিমার নিশি দ্বিপ্রহর॥
অসীম প্রশস্ত ব্যোম ঝলকিছে কিবা।
হিমাংশুর কিরণেতে বোধ হয় দিবা॥
লজ্জিতা কামিনী সমা তারকানিকর।
মৃদু মন্দ হাস্যে আস্য প্রকাশে তৎপর॥
রূপবতী কৌমুদী সতীর হাস্যচ্ছটা।
দেখ কিবা বনস্থলে করিয়াছে ঘটা॥

যতেক আবৃত স্থল অদ্রির কন্দর।
দুষ্ট অন্ধকার রয় ভাবি নিজ ঘর॥
(হেরিয়া ধর্ম্মের জ্যোতি পাপীর অন্তর।
ভয়েতে কাতর, অঙ্গকাপে থর থর)॥
নূতন সৃজিত বুঝি অদ্য এই ভব।
হেরি অভিনব শোভা হয় অনুভব॥
চন্দ্র তারা বৃক্ষ লতা সকলি নূতন।
যেন ঈশ সৃজিলেন এ নব ভুবন॥
প্রতি দিন ধীরে ধীরে আমি এই স্থলে।
এসে থাকি বৈকালেতে অতি কুতুহলে॥
কিন্তু এতাদৃক সুখ কখন আমার।
হৃদি মাঝে উপস্থিত হয় নাই আর॥
দিবাভ্রমে যত সব কোকিল কলাপ।
আনন্দে মধুর স্বরে করিছে আলাপ॥
মুকুলিত সহকার মধুলোভে অলি।
গুন গুন রবে মধু পিয়ে ভাঙ্গি কলি॥
গোলাপ প্রসূনেশ্বর ফুটিয়া এখন।
বিতরি সুরভি স্বীয় তৃপ্ত করে মন॥
মল্লিকা মালতী এবে শ্বেতাম্বর পরি।
মলয়ানিলেরে দেয় ঘ্রাণ ভেট ধরি॥

আনন্দে মগন অতি সমস্ত স্বভাব।
প্রিয় সখা বসন্তের করি সঙ্গলাভ॥
(যথা চির বিরহিণী বহু দিনান্তর।
পাইয়া নাগর মণি প্রফুল্ল অন্তর॥)
রাখাল তেয়াগী নিদ্রা কানন ভিতর।
বাজায় বাঁশরী কিবা কর্ণ তৃপ্তিকর॥
হা! কি দেখিনু ঐ বকুলের তলে।
বীণা হাতে সীমন্তিনী বক্ষ ভাসে জলে॥
(রাত্রি যাগি গন্ধরাজ নিশি পুষ্পেশ্বর।
তুহিনে আবৃত যথা হয় কলেবর)॥
অঙ্গ অভরণ হয় বকুলের মালা।
যাহে দশদিক কিবা করিছে উজ্জ্বলা॥
বদন মণ্ডল কেন এমন মলিন।
(অপূর্ব্ব গোলাপ শোভা রৌদ্রেতে বিহীন)॥
প্রেম পূর্ণ অক্ষিযুগ ক্রন্দনের তরে।
কভুনা সৃজিত হৈল চতুর্ম্মুখ করে॥
তবে কেন শোকেতে কাতরা এই সতী?
বিঘোর নিশীথ কালে উদ্যানেতে গতি॥
(যতেক কুসুম কিন্তু বিধির সৃজনে।
সমশোভা নাহি দেয় সংসার কাননে)॥

শুনহে ভাবুক তার আছয়ে কারণ।
নায়ক বিরহানলে সন্তাপিত মন॥
বসন্ত বাহারে প্রিয় বিরহের গীত।
গাইছে শুনিয়া যাহা অহিও স্তম্ভিত॥

প্রেমিকার সঙ্গীত।

(ওহে প্রাণপ্রিয়) সূর্য্য হলো অস্তমিত।
গোধূলি পাইয়া চন্দ্র হয়েন উদিত॥
মস্‌জিদ উপরে অল্প সূর্য্যের কিরণ।
চক্ চক্ করে কিবা সুন্দর দর্শন॥ ১
নিস্তব্ধ হইল এই বিশ্ব চরাচর।
গোলমাল হীন গৃহময়দান নিকর॥
প্রেমের রহস্য কথা কেবল বুলবুল।
নিবেদন করে যথা গোলাপের ফুল॥ ২
কেবল ঝর ঝর শব্দে নির্ঝর নিকরে।
মুক্তাসম জল বিন্দু নিয়ত উগরে॥
যথা মধুময় অতি প্রেমের কথন।
তব মুখ পদ্ম হতে হয় নিঃসরণ॥ ৩

সুবিস্তৃত অতি শুভ্র গগন মণ্ডল।
কোটিং তারকায় করে ঝলমল॥
ইচ্ছা হয় তেজি এই দুঃখের সংসার।
ভুঞ্জি দোঁহে তথা গিয়া নিত্য সুখ সার॥ ৪
কিন্তু সেই তারাচয় হীরকের মত।
নিশাকালে আকাশেতে দীপ্তি দেয় কত॥
একটীও সে সুন্দর তারকার সনে।
তব অক্ষি যুগ সহ তুলনা কে গণে?॥ ৫
ছোট ছোট গাছে ঢাকা জঙ্গল নিচয়।
জোনাকীর মালা পরি সুশোভিত হয়॥
যেন সেই বাতি এক প্রেম ভরসার।
তুষিতে এসেছে ক্ষণে অন্তর আমার॥ ৬
প্রকৃতির গলে শোভে যেই ফুলহার।
মুক্তাহার যার কাছে তুলনায় ছার॥
সেই প্রসূনের গন্ধ মলয় পবন।
আনিয়া বিস্তারে চারি দিকে প্রতিক্ষণ॥ ৭
পুষ্প লতা তারাবৃন্দ চাঁদের মণ্ডল।
নির্ঝর বুলবুল পাখী ইহারা সকল॥
মোদের এ প্রেম অনুরাগ ও মিলন।
নয়নে হেরিয়া থাক সাক্ষীর মতন॥ ৮

দ্বিপ্রহরে ভাবুকের ভ্রমণ।

যবে রবিতাপে দগ্ধ পথিক চরণ।
যবে পাখী শাখাপরি শ্রান্তিতে মগন॥
যবে করী শূকরী অতীব ক্লান্ত ভরে।
নিপানের জলে অঙ্গ সুশীতল করে॥
ভবের ভাবুক এক এমন সময়।
অতিশয় ধীরে ধীরে উদ্যানে উদয়॥
সহকার কুল যত সে নিকুঞ্জ মাঝ।
বাসন্তীয় মুকুলেতে করিয়া সুসাজ॥
সুগন্ধ সুমন্দ মন্দ তথায় বিস্তারি।
ভাবুকের মনোপদ্ম লইল হে হরি॥
ঝাঁকে ঝাঁকে ফুল্ল মনে মধুকরীগণ।
চূত মুকুল মধু পীবারে মগণ॥
যেন জীবগণ দুখ দেখিয়া প্রচুর।
সহকার তরুগণ করিবারে দূর॥
একে একে শাখা পত্র সকলে বিস্তারি।
নিষ্ঠুর রবির তাপ লইতেছে হরি॥
প্রকৃতির চন্দ্রাতপ ঝুলিয়া অম্বরে।
যেন জীবগণ কষ্ট লইতেছে হরে॥

শীতল পাদপ মূলে ভাবুক সুজন।
বসিলেন স্থির ভাবে শ্রান্তির কারণ॥
বসিয়া আহ্লাদ মনে ভক্তি রসে রসি।
স্বভাবের শোভা হেরি দূর মনো মসী॥
দূরেতে কৃষক বসি সহকার মূলে।
গাইছে মধুর গীত অতি কুতূহলে॥
কৃষকের মুখে শুনি হেন সুসংগীত।
ভাবুকের মনে কত উপজিল প্রীত॥
শাখা মাঝে কুহু কুহুরবে পিকবর।
জীব কর্ণ মূল তৃপ্ত করে নিরন্তর॥
দেখি শুনি ভাবুক এ শোভা মনোহর।
কত সুখে সুখী তাঁর হইল অন্তর॥
ক্রমে ক্রমে দ্বিপ্রহর হয় অবসান।
দেখি ধীরে উঠিলেন ভাবুক মহান॥
"জয় জগদীশ" বলি তেয়াগি কানন।
ভাবভরে চলি গেলা আপন ভবন॥

সমস্যা।

"আহা কিবা ঈশ্বরের অনন্ত কৌশল।"

পূরণ।

সরস বরষা ঋতু হইল উদয়।
প্লাবিত হইল ধরা সবজল ময়॥
গগনে সঘনে ঘন গরজে গভীর।
নিরবধি বরিষণ করিতেছে নীর॥
চাতকের পাতকের হোল সমাধান।
ইচ্ছামত জলধরে করে জলদান॥
একেবারে সব হইয়াছে ঢল ঢল।
আহা কিবা ঈশ্বরের অনন্ত কৌশল॥ ১
" স্বভাবের শোভা কিবা হায় হায় হায়॥"
ভয়ঙ্কর বারিধারা মেঘের গর্জ্জন।
সকল হয়েছে গত নির্ম্মল গগন॥
ময়ূর ময়ূরী আর পাপীয়া সকল।
ডাকে নিজ নিজ রবে ঝাড়ি অঙ্গ জল॥
পড়িয়া বৃষ্টির বিন্দু দূর্ব্বাদলোপরে।
মুকুতা মালার ন্যায় আছে শোভা ধরে॥

এ হেন সৃষ্টির আর তুলনা কোথায়।
স্বভাবের শোভা কিবা হায় হায় হায়॥ ২

"খলের স্বভাব হায় একি চমৎকার।"
পেটেতে গরল ভরা মুখে মধুভাষ।
বাহিরে সৌজন্য কত করেন প্রকাশ॥
সাধিতে পরের মন্দ সদা মন ধায়।
পর সুখে রয় অতি অপ্রফুল্ল কায়॥
যদি কোন লোক পড়ে দুঃখের সাগরে।
তবে তারে দেখে হাঁসে খল খল ভরে॥
কুঠার হইতে তার হৃদয়ের ধার।
খলের স্বভাব হায় একি চমৎকার॥ ৩

"কোথায় রহিল সে দিন হায়।"
যে কালে লোকেতে আনন্দ ভরে।
ভাবিত একই পরমেশ্বরে॥
দেবদেব্বী আর নর পূজন।
যে কালে লোকের না ছিল মন॥
এক মাত্র সেই ব্রহ্মের প্রতি।
যে কালে সবার ছিল ভকতি॥
ব্রহ্ম ধর্ম্ম যবে ছিল এথায়।
কোথায় রহিল সে দিন হায়॥ ৪

আওরঙ্গজেবের স্বপ্নদর্শন।

(ইংরাজি কবিতার মর্ম্মানুবাদ।)

জিনিয়া অমর পুর শোভিত ভবন।
নানা মণি মাণিক্যেতে আছে সুশোভন॥
জ্বলিতেছে মনোহর নীল দীপ চয়।
করিছে শোভিত গৃহ, অতি আলোময়॥
মখমল শয্যোপরি করিয়া শয়ন।
আছেন ভূপাল, সেবে দাস দাসীগণ॥
এমন সুখের মাঝে থাকি ভূপবর।
তথাপিও চিন্তাযুক্ত রন নিরন্তর॥
পূর্ব্বকৃত পাপরাশি স্মরি সর্ব্বক্ষণ।
উপজিছে হৃদয়েতে বিষম বেদন॥
অনর্থক চেষ্টা করা সুযুপ্তির তরে।
চলি গেছে নিদ্রাদেবী অতীব অন্তরে॥
কৃত পাপ চয় যত করিয়া স্মরণ।
হইছেন পুনঃ পুনঃ দুখেতে মগন॥
বহুক্ষণ পরে তবে স্থির হল মন।
ক্রমে ক্রমে নিদ্রা আসি করে আকর্ষণ॥

দেখিলা স্বপন এক অতি ভয়ঙ্কর।
বর্ণিতে বর্ণনাধার কাঁপে থর থর॥
বীরবর মুরাদ সম্মুখে দাঁড়াইয়া।
গভীর বচনে কন ক্রোধ প্রকাশিয়া॥
কিজন্যে নিষ্ঠুর নৃপ অন্তরে তোমার।
হয়েছিল অতিশয় ক্রোধের সঞ্চার॥
যাহে করেছিলে মম শির খান খান।
বল বল বল তাহা করিয়া বাখান?
মুরাদের ভূত যোনি এতেক বলিয়া।
অদৃশ্য ভাবেতে কোথা যাইল চলিয়া॥
আওরঙ্গজেব হেরি এই সমুদয়।
ভয়ে আকুলিত তাঁর হইল হৃদয়॥
পুনর্ব্বার স্বপ্ন এক পাইয়া দেখিতে।
উঠিলেন নৃপবর অতীব চকিতে॥
সোলেমান আর দারা এই দুই বীর।
আসিয়া তাঁহারে কন গর্জ্জিয়া গভীর॥
"অরে পাপি অহঙ্কারি দুষ্ট দুরাচার।
পাপের পশরা পূর্ণ হৃদয় তোমার॥
কৌশলেতে অধিকারি পিতৃ সিংহাসন।
নরাধম নাম তব ব্যাপিলা ভুবন॥"

এত কহি বীরদ্বয় নিস্তব্ধ হইল।
পরে এক মহা শব্দ শুনিতে পাইল॥
তাহা শুনি দারাবীর পুত্র সঙ্গে করি।
চলিগেলা ঘোর নাদে অম্বর উপরি॥
পুন ভুপ হেরিলেন সভয় অন্তরে।
রয়েছেন মৃত পিতা দাঁড়ায়ে অন্তরে॥
সম্মুখেতে তিনি পরে হইয়া প্রকাশ।
ক্রোধভরে স্বপুত্রে বলেন মনআশ॥
" রে দুষ্ট পাপের দাস কুজনের শেষ।
সুখে কর রাজকাজ নাহি লজ্জা লেশ॥
বটে তব পিতা আমি কিন্তু কাজে অরি।
সততই অমঙ্গল তব ইচ্ছা করি॥
স্মরিয়া যতেক পাপ যাবৎ জীবন।
পাইবিরে অন্তরেতে ঘোর নির্যাতন॥

বিপদ্‌গ্রস্ত গৃহস্থ পরিবার।

ভয়ঙ্কর অন্ধকার রজনী গভীর।
বৃষ্টির জলেতে ভাসে বক্ষঃ অবনীর॥

কড়মড় অশনির ঘন ঘন ডাক।
শুনিয়া জীবের নাহি সরিতেছে বাক্‌॥
তোপের শব্দেতে হেন রণক্ষেত্র মাঝে।
করে নাই চমকিত মানব-সমাজে॥
জননীর অঙ্কে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিশুগণ।
ভয়েতে জড়িয়া রয় মুদিয়া নয়ন॥
যেন অদ্রি গহ্বরেতে হরিণশাবক।
লুকাইয়া রয় বনে হেরিয়া পাবক॥
ঝক ঝক ঝক ঝলকিছে সৌদামিনী।
অহির শিরেতে যেন জ্বলিতেছে মণি॥
অথবা নাশিতে স্বীয় রাজ্য ক্রোধভরে।
ঈশের প্রেরিত এক দৈত্য পৃথ্বীপরে॥
থাকি থাকি মহাদর্পে বুঝি সে অসুর।
বিকট হাসিয়া কাঁপাইছে মর্ত্ত্যপুর॥
অবিশ্রান্ত বহিতেছে প্রচণ্ড পবন।
উপড়িয়া পড়ে তায় বৃক্ষ অগনন॥
সে বৃক্ষ পতনে পুনঃ হয়ে প্রতিধ্বনি।
জীবমনে ভয় দেয় উপজি অমনি॥
অসঙ্খ্য অসঙ্খ্য দ্বিজ শাবক সহিত।
হারায় অমূল্য প্রাণ হয়ে বিক্ষেপিত॥

নদীগর্ভে আরোহি-সহিত তরি যত।
ঘোর নাদে চূর্ণ হয়ে হইছে বিগত॥
কল্‌কলে বাপী কূপ হ্রদাদি সকল।
পূরিতেছে ক্ষণমধ্যে পড়ে বৃষ্টিজল॥
মণ্ডূক মণ্ডূকীগণ পেয়ে সুসময়।
ঘোররবে ডাকিতেছে হইয়া অভয়॥
বিচূর্ণিত দুঃখির হইয়া ঘর দ্বার।
ভূমিতলে পড়ে হয়ে যায় মাটিসার॥
দ্বিতীয় প্রলয় কাল বুঝিবা এ হয়।
নাশিতে এ চরাচর ভুবনে উদয়॥
এ হেন দুর্য্যোগে এক গৃহস্থ কুটীরে।
ভাসিতেছে মহাকষ্টে দুঃখরূপ নীরে॥
জ্বলিছে ঘরের দীপ হইয়া মলিন।
ছাত থেকে চুয়ে জল পড়ে ফিন্ ফিন্॥
দ্বারের নিকটে বসি মাথে হাত দিয়া।
খেদেতে কাঁদিছে গৃহস্বামী ডুকুরিয়া॥
নয়নের জলে তার বক্ষঃ ভেসে যায়।
মুখেতে বচন মাত্র "হায় হায় হায়"॥
বিছানায় মৃতপুত্র হয়ে প্রাণহীন।
পড়ে আছে এক ধারে হইয়া মলিন॥

তার পার্শ্বে কন্যা এক অতীব সুন্দরী।
শূলরোগে কাঁদিতেছে ধড়ফড় করি ॥
নাড়ী হেরে বৈদ্য তার বিষণ্ণ বদনে।
বলে "মূলে নাড়ী নাই বাঁচিবে কেমনে" ॥
গৃহস্থ-বনিতা খেদে ঘরের কোণায়।
আড়ষ্ট হইয়া পড়ে আছে শবপ্রায় ॥
তাহাদের কেহ নাই সান্ত্বনা বচনে।
নিবারিতে মহাদুঃখ আসি মাত্র ক্ষণে ॥
একমাত্র সহায় আছেন মহেশ্বর।
দয়াময় দয়াধার বিভু বিশ্বম্ভর ॥
তিনি মাত্র অন্তরীক্ষ হতে প্রতিক্ষণ।
বলিছেন "বিনশ্বর মানবজীবন" ॥

ভগ্ন প্রাচীরোপরি চমৎকার শোভা।

মখমলের কাজ কিবা প্রাচীর উপর।
এক বার চেয়ে দেখ হে বান্ধব বর ॥
ভগ্ন দেউলেতে শোভে মনোহর কাজ।
যাহার হরিৎ বর্ণে সব পায় লাজ ॥

প্রথমে সাজান দেখ, শৈবাল কোমল।
তার পরে দূর্ব্বায় মণ্ডিত নানা স্থল॥
অবশেষে কারিগুরি করি তার মাঝ।
লজ্জিত করেছে যত মানব সমাজ॥
ধন্য সেই চারু শিল্পী শত ধন্য তারে।
যে হেন অপূর্ব্ব কর্ম্ম করিবারে পারে॥
সামান্য তৃণনিকর বিক্ষেপিয়া শত।
স্বল্প পরিশ্রমে কাজ করিয়াছে কত॥
হেরিয়াও এই সব কার্য্য অপরূপ।
নাহি উথলয় মানবের ভাবকূপ॥
ধিকসে অকৃতজ্ঞ নরে ধিক শতবার।
যে জন না দেয় ঈশে কৃতজ্ঞতা-হার॥

সন্ধ্যাকালে ভাগীরথী দর্শন।

পয়ার।

ম্লান মুখে দিবাকর করিলে গমন।
নিজ২ নীড়পানে ধায় দ্বিজগণ॥

সন্ধ্যা বন্দনাদি করি দ্বিজগণ সবে।
গৃহে যায় ফুল্ল মনে স্মরি ইষ্টদেবে॥
ক্ষেত্রে থেকে ক্ষেত্রপতি হয়ে ক্লান্ত মন।
গৃহ অভিমুখে সবে করিছে গমন॥
ধীরে২ যষ্টি করে, লইয়া গোপাল।
সঙ্গে করি লয়ে যায়, আপন গো-পাল॥
নিশানাথ হাস্যমুখে জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলে।
তারকা-মণ্ডলী আদি লয়ে দল বলে॥
সার্ব্বভৌম পৃথ্বীপতি সম দেন বার।
জলধি অতলস্পার্শ করি অধিকার॥
এমন সময়ে আমি অতি ধীরে ধীরে।
চলিলাম সখাসঙ্গে ভাগীরথী তীরে॥
ধরেছে প্রকৃতি সতী কিবা নব বেশ।
ভাবিলে ভাবনা কত উপজে অশেষ॥
পড়েছে কৌমুদী আভা তটিনীর নীরে।
রূপার স্তবক ঝকে লহরী শরীরে॥
তরঙ্গ রহিত নীর স্থিরভাবে রয়।
বিবিধ শাখীর ছায়া, তাহে দৃশ্য হয়॥
কত শত শিশুমার আনন্দের ভরে।
জলে থেকে ভেসে উঠি ধীর শব্দ করে॥

বসিয়া নাবিকগণ, নৌকার উপরে।
শারি শারি সারীগায়, হুঁকা লযে করে॥
দেখা যায় নিকটে রয়েছে ইষ্টিমার।
শত শত দ্বীপ জ্বলে তাহার ভিতর॥
শ্বেতাঙ্গী হরিষ মনে শ্বেতাঙ্গিনী সনে।
টেবিলেতে খানা খান সহাস্য বদনে॥
এ সব দেখিয়া আমি প্রিয়সখা সঙ্গে।
আইলাম গৃহমুখে পুলকিত অঙ্গে॥

সময়।

(ইংরাজী হইতে অনুবাদিত।)

দ্রুত পক্ষে সময় করিছে পলায়ন;
আমি তারে করি সম্বোধন,
বলি তিষ্ঠ করো না গমন,
কিন্তু তাও যায় সে চলিয়া
একটীও কথা না বলিয়া।

তার পরে রাখিবারে মম অনুরোধ
সময় দিলে এ প্রবোধ,
(যাহাতে হইল মোর বোধ)
"হে অসার মনুজবর
দুশ্চিন্তা তেয়াগী কাল হর"
হায় হায় সময় তো বৃথা বয়ে যায়
কি হইল অন্তের উপায়।
পুনরায় কহিলা সময়,
শেষ দিন সন্নিকট হয়—
তেঁহ এই উপদেশ দিয়া
গেল কোন খানে পলাইয়া।

নীলকরের কারাগারে কোন কৃষকের খেদ।

নীলকর বিষধর বিষপোরা মুখ।
অনল শিখায় ফেলে দিল যত সুখ॥

কি খেদ কি খেদ কব কায়
বুঝি এ নরকে প্রাণ যায়।
দৃঢ় বাঁধা হস্ত পদ, প্রতি কথাতে বিপদ,
অপমৃত্যু হলো বুঝি হায়!

কৃষিকার্য্য করে আমি খাই
নাহি ধন মানের বড়াই।
প্রাত্যহিক পরিশ্রমে, মনোস্সুখে কোনক্রমে,
দীনভাবে দিনটী কাটাই॥

জুয়াচুরি ফেরেবী সকল
সংসারের নানান কৌশল।
নাহি জানি আমি চাষা, হৃদয়েতে সদা বাসা,
হেন বৃত্তি যাহা সুবিমল॥

মনে নাই ভাব অসরল
গরু আর লাঙ্গল সম্বল।
জোর করি নীলকরে, সদত পীড়ন করে,
হরে প্রাণ সম্পত্তি সকল॥

কোথা প্রাণ প্রিয় পরিবার
কোথা গেল বন্ধু আপনার
হেথা "শ্যামচাঁদাঘাতে" পৃষ্ঠদেশ রক্তপাতে,
কষ্ট কত সহিছি অপার॥

কারাগৃহ ঘোর অন্ধকার
ঝুলেতে আবৃত চারিধার
প্রখর অরুণ জ্যোতি, তথা নাহি করে গতি,
যেন ঠিক যমের আগার ॥

হারে নিদারুণ নীলকর
পাষাণে কি গঠিত অন্তর ?
চতুষ্পদ পশু সনে, তোমার তুলনা গণে,
যত সব সুধার্ম্মিক নর ॥

ও পাশের কুঠরী ভিতর
আছে বদ্ধ মম সহোদর।
শুনি তার খেদ গান, বিদারিয়া যায় প্রাণ,
মরিলেই যুড়ায় অন্তর ॥

মার্কিনের ক্রূত দাসগণ
সহে না কি কষ্ট অনুক্ষণ ?
কিন্তু সেই কষ্ট যত, মোরা সহি যেই মত,
নহে সেই মতন পীড়ন ॥

লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর যিনি
দয়া কি না করিবেন তিনি ?
তবে আর কারে কই, বিভু জগদীশ বই,
সহি যত দিবস যামিনী ॥

ভণ্ড তপস্বী।

কণ্ঠেতে তুলসী মালা মুখে হরি বোল।
গলায় ঝুলায়ে সুখে বাজাইছ খোল॥
তরবুজের বোঁটা সম টিকী শোভে শিরে।
পরনেতে মলমলের থান ফির ফিরে॥
কোঁচাটী জড়ান মোল্লা সম কাছা নাই।
দেখিতে ধার্ম্মিক বট কপট গোঁসাই॥
ছাপাতে সকল অঙ্গ চমৎকার শোভে।
সদত ধাবিত মন পরনারী লোভে॥
হাড়গিলের ঝুলিমত হাতে কুঁড়োজালি।
মুখটী সুমিষ্ট কিন্তু হৃদে ভরা কালি॥
পেটটী ঢাকাই জালা নবাবী চলন।
লোকেরে দেখাও সদা হরিনামে মন॥
সুখেতে কাটাও কাল আহারের তরে।
রৌদ্রে জলে নাহি ফিরো পরিশ্রম করে॥
মালপুয়া মতিচুর মিঠাই প্রত্যহ।
রাজার মতন তুমি আহার করহ॥
কিন্তু পরকালের কি করিলে সম্বল।
খাটিবেনা ঈশ্বরের কাছেতে কৌশল॥

অতএব ছেড়ে দাও ভণ্ডামী যতেক।
স্থির চিত্তে ভাব সেই পরমেশ এক॥

বন্ধুবিয়োগ।

ওহে নিশাকর তুমি বিমল অম্বরে।
তারাদল সহ আছ কত শোভা করে॥
মলিন বদনে পুনঃ প্রভাত সময়।
অস্তগত হবে তুমি—দিনেশউদয়॥
ধরিবে নবীন বেশ বিশ্ব চরাচর।
মিলিবে কোক দম্পতি আহ্লাদ অন্তর॥
যাইবেন অস্তে রবি গোধূলি প্রকাশ।
একটী করিয়া তারা হইবে বিকাশ॥
ওষধীশ! পুন তুমি আকাশ মণ্ডলে।
বসিবেক শোভা করি লয়ে দল বলে॥
কিন্তু হায়! বন্ধু মম হৃদয় আকাশ।
উজলিবে নাহি আর হইয়া উল্লাস॥
হাস্য যুক্ত মুখচন্দ্র উদিলে তোমার।
(উদারতা সদ্‌গুণের যা ছিল আধার)॥

জানি বিশ্ব নাট্যশালা তাহে জীব যত।
কুশীলব বেশ ধরি প্রবেশে সতত॥
আপনার অভিনয় করি সমাপন।
ক্রমে একে একে পরে করে পলায়ন॥
কিন্তু ভাবি নাই আমি এক দিন তরে।
পলাইবে তুমি সখা এতই সত্বরে॥
দুশ্চিকিৎস হলো রোগ ঔষধ না মানে।
জন্মমত বিদায় লইলা পৃথ্বী স্থানে॥
হেথায় বনিতা মাতা সখা হে তোমার।
দুঃখে জর্জ্জরিত হয়ে দেখে অন্ধকার॥
দিয়া সকলেরে ফাকি কোন দেশান্তরে।
একাকী চলিয়া গেলে না চিন্তি অন্তরে॥
হেথা তব শোকে করি অশ্রু বিসর্জ্জন।
তব দেখা নাহি আর পাব কদাচন॥

চন্দ্র গ্রহণ।

একি হেরি একি হেরি আশ্চর্য্য ঘটন।
তুমি নিশাকান্ত চন্দ্র ভুবনমোহন॥

আলোক বিস্তারি কর পৃথিবী উজ্জ্বল।
অপূর্ব্ব বেশে সজ্জিত হয় জল স্থল॥
আজি কি কারণ হেরি তব হেন বেশ।
কাঁপিতেছ থর থর সহি বহু ক্লেশ॥
দুর্দ্দান্ত পাষণ্ড রাহু গ্রাসিছে তোমায়।
ছোট হয়ে অপমান করে তব হায়॥
নীচের প্রকৃতি এই বিদিত জগতে।
স্ববশে পাইলে দণ্ড দেয় নানা মতে॥
শত "কোহীনূর" জ্যোতি তোমার বিহনে।
খদ্যোতের ভাতি সম বোধ হয় মনে॥
এবে সেই জ্যোতি হায় হয়েছে মলিন।
শোকে কৃষ্ণবর্ণ আস্য উল্লাস বিহীন॥
"নিয়তি কেন বাধ্যতে" শাস্ত্রের বচন।
ঘটিবে কপালে যাহা আছয়ে লিখন॥

মুঙ্গের দুর্গ।

হে মীর কাশিম আলি ভেবে ছিলে মনে।
চিরস্থায়ী রবে কীর্ত্তি তোমার ভুবনে॥

দারুণ দুর্গম দুর্গ প্রস্তরে গঠিত।
পর্ব্বত প্রমাণ উচ্চ পরিখা সহিত॥
সহস্র প্রাবৃট জলে না হইবে শেষ।
ভেবে ছিলে এই মনে হে বীর নরেশ॥
কিন্তু বৃথা তব পাশে আশা মায়াবিনী।
তব তুষ্টি জন্য বলে ছিল এ কাহিনী॥
কোথা রাজ্য পাট তব কোথা দুর্গ শোভা।
যাহা এক দিন ছিল জন মনোলোভা॥
দূরদ্বীপ-বাসি নরে এখন তোমার।
দুর্গ রাজ্যপাট করিয়াছে অধিকার॥
সমান গঙ্গার স্রোত চলে কলকলে।
দুর্গের প্রস্তর ভাঙ্গি পড়ে নদী জলে॥

পাদ্রি লং সাহেব।

যবে নীলকর দস্যু কঠিন হৃদয়।
ধন প্রাণ প্রজার হরণ করি লয়॥
বঙ্গের নির্দ্দোষী চাষা উপায় বিহীন।
অসহ্য যন্ত্রণা সহি দিন দিন ক্ষীণ॥

তখন কেবল তুমি ওহে পুরোহিত।
তাহাদের কতই সাধিয়া ছিলা হিত ॥
হয়ে ভিন্ন দেশী নর পিতার সমান।
দুর্ব্বল কৃষকগণে কৈলা পরিত্রাণ ॥
কারাবাস অপমান ক্লেশ সহ্য করি।
পর উপকার তরে সুখ পরিহরি ॥
সহিলে কতই কষ্ট না হয় বর্ণন।
ধন্য তুমি নর কুলে সুধীর সুজন ॥
কি কৃষক কি গৃহস্থ বঙ্গের মাঝারে।
কেহ তব গুণ নাহি ভুলিবারে পারে ॥

পাপীর খেদ।

উত্তাপিত মরু বৃক্ষ প্রচণ্ড তপনে।
অনলের বৃষ্টি যেন হয় ক্ষণে ক্ষণে ॥
আভ্যন্তরিক তাপে আমার এমন।
অবিরত সেই মত হয় জ্বালাতন ॥
প্রাবৃটের ধারাসম নয়নের জল।
না পারে বিষম তাপ করিতে শীতল ॥

অসহ্য যাতনা আর সহনীয় নয়।
এ সময় রক্ষা কর ওহে দয়াময়॥
বটে আমি অতি পাপী দোষের আধার।
কিন্তু হই পুত্র তব ওহে বিশ্বসার॥
দোষি পুত্রে পিতা করি অভয় প্রদান।
ক্ষমেন যতেক পাপ হে ঈশধীমান॥
ক্ষম মম পাপ প্রভো এই ভিক্ষা চাই।
অনুতাপ প্রায়শ্চিত্ত করিতেছি তাই॥ ১
নিবিড় গহনে শুনি বাঁশরীর স্বর।
ধায়রে কুরঙ্গ শিশু আহ্লাদ অন্তর॥
পরেতে নির্দ্দিষ্ট স্থানে করিলে গমন।
বধে তার প্রাণ ব্যাধ (সাক্ষাৎ শমন)॥
তেমতি এ সংসারের দেখি প্রলোভন।
হায়রে হয়েছে বদ্ধ দুরাচার মন॥
অতুল আনন্দ পাবে করেছিলে আশ।
দূরে গেল যত সুখ হলো সর্ব্বনাশ॥
প্রকাশিয়া মহা ক্রোধ নিষ্ঠুর শমন।
আসিতেছে প্রাণ বায়ু করিতে হরণ॥
মলাযুক্ত অন্তরেতে শমন নিকট।
যাইবেরে পাই ভয় গণিয়া সঙ্কট॥

এবে রক্ষা কর প্রভু অধম তারণ।
দিয়া যত সৎপ্রবৃত্তি নরের ভূষণ॥ ২
দুখের যামিনী কিরে না হইবে ভোর।
রহিবে কি চিরকাল অন্ধকার ঘোর॥
এ আঁখি কি না হেরিবে বিমল অন্তরে।
সুখরূপ রবের্লোক স্বভাবের ঘরে॥
সুচিন্তা সরোজ তাহে হইবে বিকাশ।
দয়া ধর্ম্ম অনিলেতে বহিবেক বাস॥
হায়রে! কি পোড়া মনে হবে আর সুখ।
ভাবিতে সে কথা সদা ফেটে যায় বুক॥
মনের অসুখ হয় মনেতে বিলয়।
সে কষ্ট সহিতে নারে কোমল হৃদয়॥
দেখা দিয়া এ কাতরে ওহে পরমেশ।
কর দূর মনের মালিন্য আর ক্লেশ॥
তোমার প্রসন্ন মুখ হেরিলে নয়ন।
পাবে যে অসীম সুখ না হয় বর্ণন॥ ৩

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য।

অন্ধকার গতে যথা কৌমুদী প্রকাশে।
বিশ্বের মলিন দৃশ্য নিমিষে বিনাশে॥
চার্ব্বাক ও বৌদ্ধ ধর্ম্মরূপ অন্ধকার।
তেমতি তব উদয়ে না রহিল আর॥
কলিকালে দণ্ড ধরি ওহে যোগীবর।
প্রকাশিলে সত্য ধর্ম্ম সর্ব্ব রুচিকর॥
বেদান্ত ও চতুর্ব্বেদ করি অধ্যয়ন।
জগতের এক পতি নিত্য সনাতন॥
এই মত চারি দিকে করিয়া প্রচার।
ভারতেতে পেলে খ্যাতি শিব অবতার॥
স্বর্গ ধামে পুণ্য বলে হে যোগেশবর।
পেয়েছ আসন দিব্য দেবের ভিতর॥
যত দিন রবিচন্দ্র রবে বর্ত্তমান।
তত দিন তব কীর্ত্তি রহিবে সমান॥

ঝড়বৃষ্টির পর।

কিবা স্থির কি সুন্দর সময় তখন।
প্রচণ্ড ঝটিকা গতে করে আগমন॥
চঞ্চল ভাবেতে বায়ু যবে নাহি রয়।
প্রোজ্জ্বল রবির তেজে মেঘ গত হয়॥
স্থির ভাবে নিদ্রা যায় পৃথিবী সাগর।
শান্ত স্থির সর্ব্ব দিক নাহি অন্য ডর॥
ধরিয়া দিবস যেন নব কলেবর।
উষাদেবী অঙ্কদেশে শয়নে তৎপর॥
কোমল কলিকাচয় ক্রূর প্রভঞ্জন।
তুলিয়া ফেলেছে কত না হয় গণন॥
এবে ধীর সমীরণ প্রসূনের বাস।
ছাড়ি দেন চারি দিকে সৌরভ বিকাশ॥
ঘাসের উপর আর কুসুম কোরকে।
টোপা টোপা বৃষ্টিজল কিবা ঝকৃ ঝকে॥
পড়িলা প্রকৃতি দেবী হীরকের মালা।
দশদিক যে শোভায় হইল উজ্জলা॥
সমুদ্র তরঙ্গ উঠি ধীর সমীরণে।
প্রকাশিছে কিবা শোভা অর্কের কিরণে॥

মৃদু মৃদু কলকলে তরঙ্গ নিকর।
একে একে প্রবেশয় সাগর ভিতর ॥

কাশীম বাজারের ধ্বংস।

এই কি সে স্থান যথা হর্ম্ম্য সারি সারি।
পর্ব্বত সমান উচ্চ চৌদিকে বিস্তারি ॥
প্রবেশিতে নাহি দিত রবির কিরণ।
এই কি সে স্থান যথা সদা সর্ব্বক্ষণ
নানা জাতি লোকে ছিল নানা কর্ম্মে রত ?
না জানিত দুঃখ কিবা আনন্দ সতত ॥
এই কি ছিল হে সেই সুখের আলয় ?
বাণিজ্যেতে যথা লোকে কাটাতো সময় ॥
এবে কোথা হায় সেই রম্য নিকেতন।
সোণার অলকাপুরী কুবের ভবন ॥
গৃহ, দ্বার জীর্ণ হয়ে ভূমিতলে পড়ি।
স্তূপে স্তূপে স্থানে স্থানে যায় গড়া গড়ি ॥
সহসা যাইলে তথা উপজয় ভয়।
দিবা নিশি ভ্রমিতেছে শ্বাপদ নিচয় ॥

সম্পূর্ণ।

অশুদ্ধ শোধন।

পৃষ্ঠা।	পংক্তি।	অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।
১	৬	ভীমদেহি হস্তিচয়	ভীমদেহি-হস্তিচয়
১	৮	প্রকাশিয়া	প্রকাশিলা
১২	৯	অলঙ্কার	অলঙ্কারে
৪৭	১১	সদত	সতত

বিজ্ঞাপন।

ষ্ট্যান্‌হোপ যন্ত্রালয়ে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি বিক্রয়ার্থ স্থাপিত আছে।

পুস্তক	মূল্য
মেঘনাদবধকাব্য ১ম ভাগ	১৲
ঐ ২য় ভাগ	১৲
তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য	৷৷৹
বীরাঙ্গনা কাব্য	৷৷৹
ব্রজাঙ্গনা কাব্য	৷৹
চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলি	১৲
কৃষ্ণকুমারী নাটক	১৲
পদ্মাবতী নাটক	৸৶৹
শর্ম্মিষ্ঠা নাটক	১৲
ঐ ইংরাজী অনুবাদ	১৲
বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ	৷৶৹
একেই কি বলে সভ্যতা?	৷৷৹
সীতাহরণ	৸৹
বাসবদত্তা (গদ্য)	৷৷৹
ঐ (পদ্য)	১৷৹
সাহিত্য মুক্তাবলী	৷৷৹
সমাসমালা	৶১০
গণিত বিজ্ঞান	১৷৹
দায়ভাগোপক্রমণিকা	৷৷৹
হাই-কোর্ট আদালতে নিষ্পন্ন কর-সংক্রান্ত মোকদ্দমা	২
ইং ১৮৭১ সালের বিশ্ববিদ্যালয় প্রবেশার্থ বাঙ্গালা সাহিত্যের অর্থ-পুস্তক	৷৶১০
পিশাচোদ্ধার	৷৹
আফ্রিকার মানচিত্র	৫
ভূগোলসূত্র	৶১০
বিদ্যাসুন্দর নাটক	১
ঐ কাপড়ে বাঁধা	১৷৹
নব-নাটক	১
এলাহাবাদের বিবরণ	৷৶৹
প্রাণিবৃত্তান্ত	৷৹
প্রথম পাঠ	৴৹
দ্বিতীয় পাঠ	৴৹
তৃতীয় পাঠ	৶৹
কাদম্বরী নাটক	১
শিক্ষাপ্রণালী	২
গোলকের উপযোগিতা	৷৹
মানসাঙ্ক ১ম ভাগ	৴১০
ঐ ২য় ভাগ	৶৹
ঐ ৩য় ভাগ	৴১০
বীরবাহু কাব্য	৷৷৹
চীনের ইতিহাস	১
জানকী নাটক	১
বিধবা বঙ্গাঙ্গনা	৷৷৹
বীরবাক্যাবলী	৷৹
উপদেশমালা	৷৹
বুঝলে কি না	১

নগদ টাকা দিলে পুস্তক-ব্যবসায়ীদিগকে সকল পুস্তকেই শতকরা ২০৲ টাকার হিসাবে কেবল শিক্ষাপ্রণালী, গোলকের উপযোগিতা মানসাঙ্ক ও কর-সংক্রান্ত মোকদ্দমায় ১২৷৹ টাকার হিসাবে, এবং প্রাণিবৃত্তান্ত, প্রথম পাঠ, দ্বিতীয় পাঠ ও তৃতীয় পাঠে ১৫ টাকার হিসাবে কমিসন দেওয়া যাইবেক। আফ্রিকার মানচিত্রে কমিসন নাই।

নগদ টাকা দিয়া ৫০০ ভূগোল-সূত্র একেবারে লইলে ২৫ টাকার হিসাবে কমিসন দেওয়া যাইবেক। ইতি তাং ৭ই ফেব্রুয়ারি ১৮৭১।

ষ্ট্যান্‌হোপ প্রেস,
নং ১৮২, বহুবাজার রোড।

শ্রী আই, সি, বসু কোং।